ভোক্তার ক্ষমতায়ন

আর্থিক সেবা গ্রহণে নাগরিক সচেতনতা

❖ প্রাতিষ্ঠানিক আর্থিক লেনদেন করার ক্ষেত্রে অবশ্যই বাংলাদেশ ব্যাংক বা রেগুলেটরি অথরিটির অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান কি না যাচাই করে নিতে হবে;

❖ অতিরিক্ত মুনাফা/সুদের লোভে অনুমোদিত ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান বহির্ভূত প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির সাথে আর্থিক লেনদেন করা যাবে না;

❖ ব্যাংক হিসাবের গোপন তথ্য যেমন: হিসাব নম্বর/স্থিতি, চেক বই, কার্ড নম্বর, পিন নম্বর, পাসওয়ার্ড/গোপন নম্বর অথবা ডেবিট কার্ড/ক্রেডিট কার্ড/মোবাইল/ইন্টারনেট ব্যাংকিং এর ক্ষেত্রে পিন/গোপন নম্বর ইত্যাদি অন্য কাউকে দেয়া যাবে না। প্রয়োজনীয় পিন/পাসওয়ার্ড স্মরণ রাখতে হবে;

❖ কাউকে ফাঁকা (টাকার এমাউন্ট না লিখে) চেক দেয়া যাবে না;

❖ ব্যাংকিং সংক্রান্ত যে কোন দলিলে স্বাক্ষর প্রদানের ক্ষেত্রে ভালভাবে পড়ে, বুঝে তবে স্বাক্ষর প্রদান করতে হবে;

❖ গ্যারান্টর বা জামিনদার হওয়ার পূর্বে বা ঋণের বিপরীতে তৃতীয় পক্ষ বন্ধক প্রদানের ক্ষেত্রে শর্তাবলী/নিয়মাবলী সঠিকভাবে জেনে নিতে হবে ;

❖ ক্যাশ কাউন্টার ছাড়া ব্যাংকের কোনো কর্মকর্তা/কর্মচারীর সাথে কোন ধরণের লেনদেন করা যাবে না এবং কাউন্টার ত্যাগের পূর্বে প্রতিটি লেনদেনের রশিদ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কম্পিউটার জেনারেটেড) যথাযথভাবে বুঝে নিতে হবে;

❖ অনলাইনে ব্যাংকিং সেবা উপভোগ করার মাধ্যমে ব্যাংকে না গিয়ে ঘরে বসে ব্যাংকিং সেবা নেয়া নিরাপদ ও সাশ্রয়ী;

❖ সোশ্যাল মিডিয়া (যেমন: ফেসবুক)/মোবাইল/ই-মেইলে বন্ধু সেজে দেশ/বিদেশ হতে গিফট বা পার্সেল প্রেরণের প্রস্তাব, চাকুরী দেয়ার প্রলোভন, অধিক মুনাফা প্রদান বা স্বল্পমূল্যে পণ্য সরবরাহের প্রস্তাব, লটারির পুরস্কার ও অলৌকিক ধন-সম্পদ প্রাপ্তিসহ বিভিন্ন প্রলোভনে কখনোই কাউকেই একাউন্ট এর তথ্য বা টাকা প্রেরণ অথবা মোবাইল ওয়ালেট এর গোপনীয় তথ্য অথবা ক্রেডিট/ডেবিট কার্ড এর পিন বা পাসওয়ার্ড সংক্রান্ত তথ্য দেয়া যাবে না;

❖ ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের কাস্টমার কেয়ার এর কর্মকর্তা সেজে ফোন করা হলে কোনো অবস্থাতেই নিজের হিসাব সংক্রান্ত গোপনীয় তথ্য (পিন/পাসওয়ার্ড) অন্য কাউকে দেয়া যাবে না। মনে রাখতে হবে ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা মোবাইল ব্যাংকিং এর কাস্টমার কেয়ার থেকে কখনোই গ্রাহকের কাছে এসব তথ্য চাওয়া হয় না;

❖ বাংলাদেশ ব্যাংক সরাসরি গ্রাহকের সাথে কোনো ধরণের ব্যাংকিং করে না। এ ধরণের কোনো প্রলোভনে প্ররোচিত হওয়া যাবে না।

মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী অর্থায়ন প্রতিরোধ

❖ হুন্ডি কার্যক্রম দেশের অর্থনীতির জন্য ক্ষতিকর। অবৈধভাবে অর্থ প্রেরণ ও অর্থ গ্রহণ বা এ ধরনের কাজে সহায়তাকরণ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

❖ ব্যাংকিং চ্যানেলে দেশে রেমিটেন্স আনয়নের মাধ্যমে ব্যাংক থেকে সরকার ঘোষিত আকর্ষণীয় প্রণোদনা গ্রহণ করে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া ও দেশের উন্নয়নে অংশীদার হওয়ার সুযোগ আছে।

❖ বৈদেশিক মুদ্রার অননুমোদিত ক্রয়-বিক্রয়, আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা (স্যাংশনস) লঙ্ঘন, অনলাইন গেমিং ও ভার্চুয়াল মুদ্রা (বিটকয়েন, লিটকয়েন, নেমকয়েন, রিপল, ইথুরিয়াম, মোনেরো ইত্যাদি)-এর অবৈধ লেনদেন থেকে বিরত থাকতে হবে। বাংলাদেশে এ ধরণের লেনদেন অনুমোদিত নয় বিধায় এ কার্যক্রমে প্রতারণার শিকার হলে প্রতিকার পাওয়া যাবে না।

❖ ঘুষ, দুর্নীতি, প্রতারণা, জালিয়াতি, ইত্যাদি অপরাধের মাধ্যমে অর্জিত অর্থ গোপন করার প্রয়াসে আর্থিক চ্যানেলে লেনদেন বা এতদ্‌সংক্রান্ত কার্যক্রমে সহায়তা করা মানিলন্ডারিং অপরাধ। এছাড়া, বৈধ বা অবৈধভাবে অর্জিত অর্থ পাচার বা এ ধরনের কাজে সহায়তা করাও মানিলন্ডারিং অপরাধের অন্তর্ভুক্ত। এ ধরনের অপরাধ থেকে বিরত থাকতে হবে।

❖ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন সংশ্লিষ্ট কোনো অভিযোগ থাকলে তা বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটকে info.bfiu@bb.org.bd ইমেইল ঠিকানায় অবহিত করে প্রতিকার লাভ করার সুযোগ রয়েছে।

❖ উপরোল্লিখিত বেআইনি কর্মকান্ড এবং মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এ উল্লেখিত অপরাধসমূহ সংঘটন বা সংঘটনে সহযোগিতার জন্য মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ অনুযায়ী অর্থদন্ডসহ সর্বোচ্চ ১২ বছর কারাদন্ড এবং সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ অনুযায়ী সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের জন্য সর্বোচ্চ ২৫ লক্ষ টাকা জরিমানা ও মৃত্যুদন্ড-এর বিধান রয়েছে।

❖ ঘুষ, দুর্নীতি, মানিলন্ডারিং, সন্ত্রাস, জঙ্গীবাদসহ সকল আর্থিক অপরাধ প্রতিহত করে অপরাধমুক্ত দেশ গড়তে সবাইকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে।